বাঁকা কথা-এবারের সরস্বতী পূজা

(স্বরাজ চক্রবর্তী)

আমাদের বন্ধুদের মনে করিয়ে দি যে গত ২০১৩ তে আমরা সরস্বতী পূজার এক নতুন পদ্ধতি আপনাদের কাছে তুলে ধরে ছিলাম, কিন্তু এর কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি ধরা পড়েছে। গতবারের পুজা পদ্ধতিটা আবার দেওয়া হলঃ পূজার নাম আমাদের সরস্বতী পুজা। এই পুজাতে প্রতিমা থাকবে কিন্তু তার পূজা হবে না। পুজা হবে জ্যান্ত সরস্বতী দিয়ে। পাড়ার যত সুন্দরী মেয়ে আছে তারা তাদের পছন্দের আসন গ্রহন করতে পারবে। এ পূজাতে কোন পুরহিতের প্রয়োজন নাই, যে ছেলে যে মেয়েকে পছন্দ করবে সে তাকে সমস্ত উপাচার মেনে পুজা করবে। দেবীর যদি পুজারী পছন্দ হয় তাহলে পুজারী পুজা শেষে প্রসাদ হিসাবে দেবীর সমস্ত মনস্কামনা পুরো করবার সুযোগ পাবে এবং হাঁস হয়ে দেবীর পায়ের কাছে থাকবে। কিন্তু দেবীর পূজা অথবা পুজারী পছন্দ না হলে সে পুজারীর পশ্চাতে লাথি মেরে অন্য কোন পুজারীকে বাছতে পারবেন। যেহেতু এটি দেবীর পূজা তাই পুজারীর থেকে দেবীই বেশি গুরত্ব পাবে। আর হ্যাঁ অভিভাবকদের কোন মতেই মন্ডপে ঢুকতে দেওয়া হবেনা। আরাধনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বাবা অ্যাসোসিয়েসান ও মা সমিতির পক্ষ থেকে অনেক অভিযোগ আমাদের হিরোর কাছে জমা পড়েছে। এই পদ্বতিতে কিছু সমস্যা দুর করতেই হবে। অভিযোগ অনুসারে এই পদ্বতির ফলে ছেলে মেয়েদের প্রত্যাখান ও গ্রহনহীনতা প্রচুর বেড়ে চলেছে। কেউ স্থায়ীভাবে পূজা গ্রহন করতে ইচ্ছুক নয়। প্রত্যেক দেবী একই পূজাতে ১২ থেকে ১৫ বার পূজারী পাল্টানোতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। আরোও অভিযোগ অনুসারে এই পদ্বতির ফলে সনাতন পদ্বতির পূজারীরা নবান্ন অভিযান করবে বলে ঠিক করেছেন। তবে আমাদের শাসক দলের নেতা কেল্টুদা ব্যাপারটিকে আপাতত ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছে, তবে তাকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

পূজা পদ্ধতির কি কি পাল্টালে আমাদের হিরো অথবা আমাদের বাবা অ্যাসোসিয়েসান ও মা সমিতির কোন ক্ষতি হবে না তার জন্য মিটিং ডাকা হয়েছিল, মিটিং এ সিদ্ধান্ত গ্রহনকরা বিষয়বস্তুগুলি নিম্নে দেওয়া হল।

১)অনান্য পূজার মতন এই পূজা কেন একদিন বা দুইদিনের হবে?এই পূজাও হবে ১ সপ্তাহের।

২) পূজাটি আর পাড়ায় সীমাবদ্ধ না করে ছড়িয়ে দিতে হবে অর্ন্তজাল বা ইন্টারনেটে।যাতে ভীন দেশী সরস্বতীরাও অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩)আধুনিক পোষাক বা খোলামেলা সরস্বতীদেরও আহ্বান জানানো হবে যাতে পুরোহিতরা আরও উৎসাহ পায়।প্রয়োজনে পুরোহিতরা বলিউড ও টলিউড-এর আইটেম সংগ দিয়ে একমাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৪)প্রসাদ নিশ্চয়ই দেওয়া হবে তবে চরণামৃতে থাকবে ভোডকা,হুইস্কি ও ওয়াইনের ককটেল যা দেবী নিজ হাতে পরিবেশন করবেন।

৫)আমরা এই প্রকল্পের একটা নাম ও ঠিকানা ঠিক করেছি উচ্ছন্নশ্রী যার ব্যাস বাক্য করলে হয় উন্নয়ন করার হেতু অন্ন ও পানীয় যোগে শ্রী বৃদ্ধি ঘটানো।

৬)সাতদিনের প্রতিদিবসের আলাদা নামকরনের মাধ্যমে দেবীর আরাধনা সম্পন্ন হবে।সপ্তম দিন হবেদেখাদেখি দিবস, ষষ্ঠ দিন ইশারা বা ইঙ্গিত দিবস. পঞ্চম দিন অনুরাগের ছোঁয়া দিবস, চতুর্থ দিন হাতে হাত ধরে সোনা রো ুরে দিবস, তৃতীয় দিন পাশাপাশি বসে চলচিত্র দর্শন দিবস, দ্বিতীয় দিন দাঁত গোনা দিবস, পূজার দিন প্র্যাক্টিকাল দিবস।

৭)এবারে দেবীরা যাকে পূজারী রূপে তৃতীয় দিন পর্যন্ত রাখবে সেই পূজা সম্পূর্ন করার অধিকারী হবে। তৃতীয় দিনের পর আর পূজারী পাল্টানো যাবে না।

৮)এবারের পূজার আগাম বিবরণ ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে দিতে হবে। সরস্বতী ও পূজারীর বিবরণ সহ আই কার্ড আপলোড করতে হবে।

৯)পূজা মন্ডপের চারিদিকে সাতদিন বাবা অ্যাসোসিয়েসান বা মা সমিতির কোন লোকজনদের দেখলে জন প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

১০) পূজা শেষ হলে প্রয়োজনীয় মেডিকেল চেকআপ বা প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা থাকবে যাতে পরবর্তী বছর দ্বিগুন উৎসাহে তারা পূজাতে অংশগ্রহণ করতে পারে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য এবারের পূজা শুভ উদ্বোধন করছেন আমাদের আদরের ঘেঁচা দা।আসছে বছর আবার হবে।

(সমাপ্তির শুরু।)